২০১৮ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন ২০১৮) জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্র উপস্থাপনা পর্বে গভর্নর মহোদয়ের সূচনা ভাষণ।

২০১৮ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিভংগী এবং মুদ্রা ও আর্থিকনীতি কার্যক্রমের প্রথাগত আগাম ঘোষণার আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণমাধ্যম প্রতিনিধি বন্ধুদের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকর্মীদের জানাই উষ্ম স্বাগতম ও শুভেচ্ছা। মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রটি প্রণয়নে বরাবরের মতো এবারও আমরা বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষক মহলের, সাবেক ও বর্তমান উর্ধ্বতন নীতি নির্ধারকদের, ব্যবসায়িক ও আর্থিকখাত মহলগুলোর প্রতিনিধিদের সংগে কয়েক পর্বের আলোচনা সভায় মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি ও পরামর্শ পেয়েছি, এজন্য তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

০২. অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতিভংগী ও প্রাসংগিক কার্যক্রমের ঘোষণার আগে প্রথমার্ধের নীতিভংগী ও কার্যক্রমগুলোর অর্জনের দিকে একনজর লক্ষ্য করা যাক। ঐ সময়কালে বিশ্ব অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বিরাজমান প্রবৃদ্ধি স্থবিরতা কাটিয়ে ব্যাপক-বিস্তৃত গতিশীলতা ফিরেছে। সেই সাথে বাংলাদেশ অর্থনীতিতেও উৎপাদন কর্মকান্ডের মূলধনী যন্ত্রাদি ও উৎপাদন উপকরণাদি আমদানির জোরালো প্রবৃদ্ধি এসেছে (নভেম্বর ২০১৭ নাগাদ ২০.৩ শতাংশ)। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিও প্রক্ষেপিত ১৬.২ শতাংশ মাত্রা অতিক্রম করে ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ১৮.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগ কর্মকান্ড প্রসারের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলোর নিরসনে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন কর্মকান্ডে আসা অনেকটা আকস্মিক এই জোরালো গতিবেগ সামনের দিনগুলোয় দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির (GDP) জন্য বেশ ইতিবাচক, তবে একইসাথে মূল্যস্ফীতি চাপ ও বৈদেশিক লেনদেন খাতে স্থিতিশীলতার জন্য নিকটমেয়াদী ঝুঁকিও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি পুরো বছরে ৫.৫ শতাংশ উর্ধ্বসীমার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ডিসেম্বর ২০১৭ অন্তে ৫.৭ শতাংশে রয়েছে, আমদানী ব্যয়ের আকস্মিক স্ফীতি বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি খাত ঘাটতি স্ফীত করে টাকার মূল্যমানে ২.৫ শতাংশ অবচিতির সংগে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্থিতির ওপরও চাপ বৃদ্ধি করেছে। দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে সূচনা হওয়া গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থেই মূল্যস্ফীতি চাপের ও বৈদেশিক লেনদেন খাতে স্থিতিশীলতার ওপর চাপের বর্ধিত ঝুঁকি উপশম করে সহনীয় (sustainable) মাত্রায় নামানো আশু প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটেই অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিভংগী ও প্রাসংগিক করণীয়গুলো নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৩. বিনিয়োগ ও উৎপাদন কর্মকান্ডে প্রবৃদ্ধি গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে অভ্যন্তরীণ ঋণের যোগান প্রবৃদ্ধিতে সংকোচন না এনে আগেকার ১৫.৮ শতাংশ মাত্রায় অপরিবর্তিত রাখা হবে, যা অনধিক ৬.০ শতাংশ মূল্যস্ফীতিতেও দেশজ উৎপাদনে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির ৭.৪ শতাংশ সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো, রিভার্স রেপো নীতি সূদহার গুলোও এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী ৬.৭৫ ও ৪.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ঋণ যোগানের বেসরকারি খাতের অংশের প্রবৃদ্ধি আগেকার ১৬.৩ শতাংশ মাত্রার চেয়ে উচ্চতর ১৬.৮ শতাংশে প্রক্ষেপিত হয়েছে; সরকারি অর্থায়নে ব্যাংক ঋণের ব্যবহার কমে যাওয়ায় বেসরকারি খাতের জন্য এই বৃদ্ধির পরিসর এসেছে। আমদানির বৈদেশিক পরিশোধ দায় স্ফীতির সম্ভাব্য মাত্রায় হ্রাস ধরেও নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর প্রবৃদ্ধি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের শেষে প্রায় শূন্যের কোঠায় (০.১ শতাংশে) দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে। সরকারের ব্যাংকঋণ ব্যবহারে ঋনাত্মক ধারা রিজার্ভ মুদ্রার (RM) প্রবৃদ্ধি পরিমিত রেখে মূল্যস্ফীতি চাপ উপশমে সহায়তা দেবে, পাশাপাশি প্রায় শূন্যের কোঠার NFA প্রবৃদ্ধি ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধিকে পূর্ব প্রক্ষেপিত ১৩.৯ শতাংশের চেয়ে অনেকটা কম ১৩.৩ শতাংশে পরিমিত রাখবে।

০৪. আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রবৃদ্ধি গতিশীলতার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধির সংকোচন এড়িয়েই মূল্যস্ফীতি চাপ ও বৈদেশিক লেনদেন খাতে স্থিতিশীলতার ওপর চাপ প্রশমন অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রা ও আর্থিকনীতি কার্যক্রমের উদ্দীষ্ট হবে। এই উদ্দীষ্ট অর্জনের জন্য আমরা প্রধাণতঃ নির্ভর করবো ব্যাংকগুলোর ঋণ যোগান ও বৈদেশিক দায় সৃষ্টি স্ব স্ব প্রাতিষ্ঠানিক সংগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাত্রায় পরিমিত রাখার ওপর। এজন্য

চলমান পাতা-০২

ব্যাংকগুলোর আগাম ও আমানতের অনুপাতের নির্দেশিত মাত্রার যৌক্তিকীকরনের পাশাপাশি সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ প্রাসংগিক সব ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল নিয়মাচার শৃংখলা পরিপালনের বাধ্যবাধকতা কঠোরতর করা হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সংগতির সাথে সামঞ্জস্যহীন উচ্চমাত্রায় ঋণ যোগান অঙ্গীকার বা বৈদেশিক পরিশোধ দায় সৃষ্টি আমানতকারীদের স্বার্থের এবং ব্যাপকতর জনস্বার্থের হানিকর বলে প্রতীয়মান হলে তাদের এ ধরনের দায়িত্বহীনতা রোধে ব্যাংক কোম্পানী আইনের বিধানসমূহের কার্যকরী প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। এ বিষয়ে কঠোরতা সজ্ঞান অভিসন্ধিপ্রসূত বা অবিবেচিত অতি উৎসাহ প্রসূত উভয় ধরনের দায়িত্বহীনতা নিরুৎসাহিত করবে, ব্যাংক ঋণের গুনগতমান বৃদ্ধি করবে এবং যোগ্য প্রকৃত উৎপাদনমুখী উদ্যোগগুলোর জন্য অর্থায়ন যোগান প্রশস্ত করে সরকারের অর্ন্তভূক্তিমূলক ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন অভীষ্টগুলো অর্জনের পথ সুগম করবে।

০৫. ঋণ কার্যক্রম ও বৈদেশিক পরিশোধ দায় সৃষ্টিতে কঠোরতর শৃংখলা আরোপের ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশের অর্থ ও মূলধন বাজারগুলোয় স্থানীয় ও বৈদেশিক উৎসের তহবিল আকর্ষণের আরও কয়েকটি পদক্ষেপ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রা ও ঋণনীতি কার্যক্রমে হাতে নেয়া বা জোরদার করা হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

- কর্পোরেট গ্রাহকদের মেয়াদী প্রকল্প বিনিয়োগ অর্থায়নে ব্যাংকগুলোর ওপর অতিনির্ভরতার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে এঁদেরকে মূলধন বাজারে বন্ড ইস্যু করে অর্থায়ন সংগ্রহে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানে ব্যাংকগুলোকে সক্রিয় করা;

- অনিবাসী বাংলাদেশীদের বৈদেশিক সঞ্চয় ও আর্থিক বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থ ও মূলধন বাজারমুখী করার জন্য এঁদের কাছে আকর্ষণীয় মুনাফাবাহী সরকারি ওয়েজ আর্নার্স বন্ডের বিক্রি প্রসারে এবং অনিবাসী বিনিয়োগ টাকা হিসাব (NITA) খুলে বাংলাদেশের মূলধন বাজারে এঁদের পোর্টফোলিও বিনিয়োগ পরিচালনায় ব্যাংকগুলোকে উদ্যোগী করা;

- ইন্টারনেট ভিত্তিক ই-কমার্স প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিদেশে পণ্য ও সেবা রপ্তানির আয় ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আনার প্রক্রিয়া সরলতর করা;

- বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের আয়ের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আনার সুযোগ সুবিধাদি প্রসারের পাশাপাশি ঐ বৈদেশিক মুদ্রা উৎস দেশেই হুন্ডি ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত করার কার্যক্রমে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন একাউন্ট লেনদেনের যোগ সাজশের অপতৎপরতার প্রতিরোধ ও দমনের জোরালো কার্যক্রম অব্যহত রাখা।

০৬. ২০১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রের মূদ্রিত কপি ইতোমধ্যে আপনারা হাতে পেয়েছেন, এতে আমার এখানে উল্লেখ করা কার্যক্রম ও উদ্যোগগুলোর বিশদতর বর্ণনা ছাড়াও রয়েছে মুদ্রানীতি প্রয়োগের মাধ্যম বা ট্রান্সমিশন চ্যানেল, মুদ্রা ও আর্থিক বাজার অবকাঠামোর সংস্কার এবং সব অর্থনৈতিক খাতের অর্থায়ন কার্যক্রমকে সামাজিক দায়বোধ সম্পন্ন অর্থাৎ অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং পরিবেশ বান্ধব করবার চলমান উদ্যোগগুলোর হালনাগাদ অবস্থার তথ্য। অচিরেই উচ্চ-মধ্যম আয়ের পর্যায়ে উত্তরণ হতে যাওয়া অর্থনীতির জন্য আমাদের আর্থিক খাতের উপযুক্ততা অর্জনে দরকারী এসব উদ্যোগ ও কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক দায়িত্বশীল ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীতে জনসমক্ষে তুলে ধরার কাজে গণমাধ্যমের বন্ধুরা বরাবরের মতো এবারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আমি পূর্ণ আস্থাশীল।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ পর্যায়ে আমি নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রে অবতারনা করা বিষয়বস্তুর সংগে প্রাসংগিক কিছু প্রশ্ন আহ্বান করছি। আমি নিজে এবং আমার উপস্থিত সহকর্মীরা উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

ফজলে কবির
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

তারিখঃ ২৯ জানুয়ারি, ২০১৮